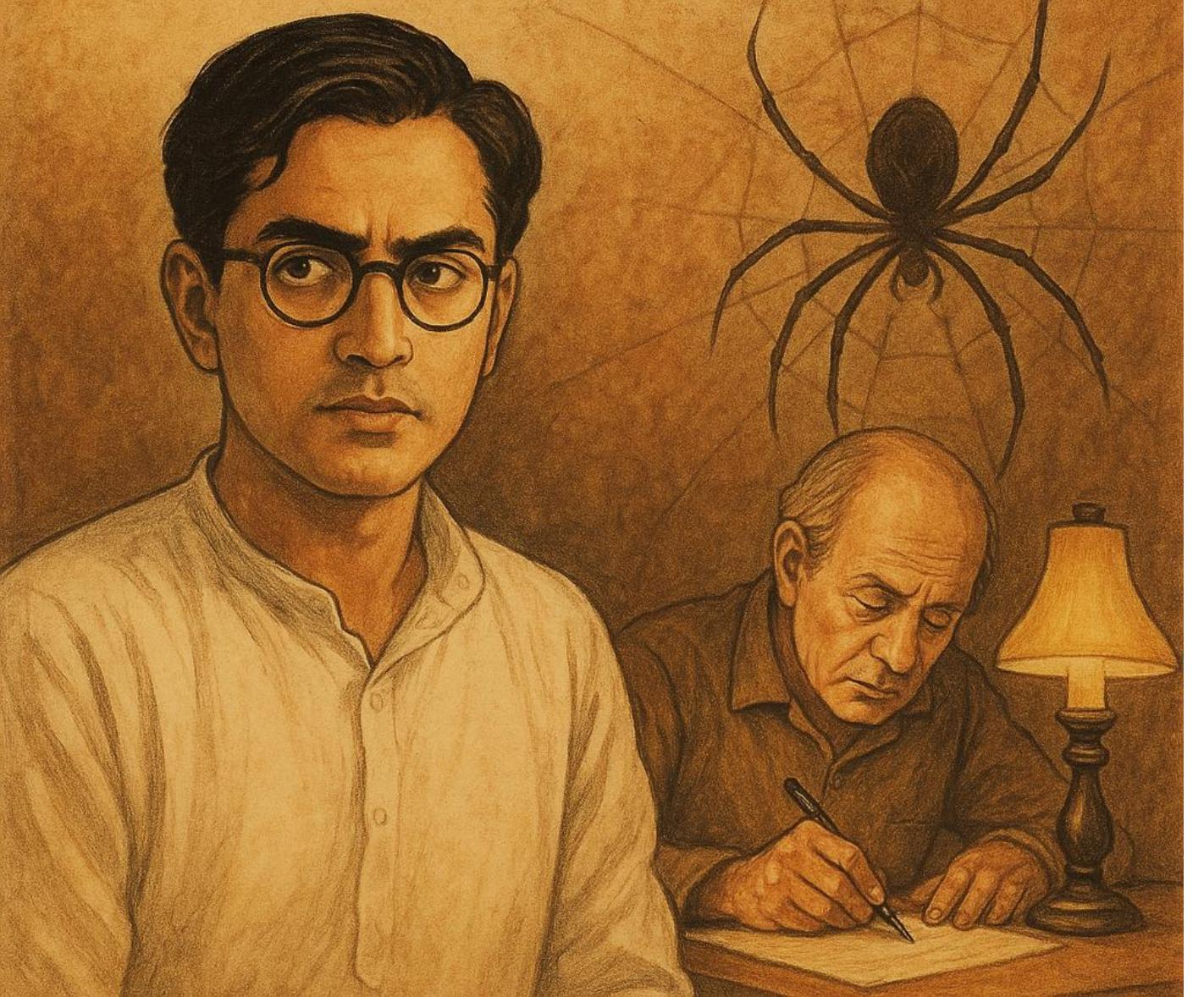


শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে মাকড়সার রস



Bengali Comics Songraho

Click the link to



join my channel & read more Bengali comics

ব্যোমকেশকে একরকম
জোর করেই বাড়ি থেকে
বার করেছিলাম।

মাকড়সার রস

আমি অনেক
আগেই বুঝেছি,
তুমিই বুঝতে চাও না।

গত একমাস ধরে
কী নব হাবিজাবি কাগজে
ছুখ ডুবিয়ে বসে আছি।
অসুস্থ হয়ে পড়বে যে।

আ-ঃ! এখন
বেশ হালকা লাগছে
বুঝলে অজিত।

হাবিজাবি নয় বন্ধু।
একটা সাংঘাতিক
জালিয়াতির কেন্দ্র।

সে তোমার যাই
কেন্দ্র হোক, একটু
আঁকড়ে না বেরোল
চলে কখনও।

বেশ তো আছি-

নাঃ! বেশ নেই। এই
হু এক ঘন্টা তোমার
জালিয়াৎ পালাবে না।
লেকের ধারে চল।

আচ্ছা তাই চল।

লেকের ধারে

কি হে? আবার
কী ভাবছো?

উঁ? নাঃ, মানে,
লোকটা যে কে-
সেটাই এখনও-!

বুঝেছি। জালিয়াৎ
ব্যাটা এখানেও
পিছু ছাড়ে নি।

??













ওবে থাক। এসব
তুচ্ছ কাপারে আপনাকে
বিরক্ত করাও অনুচিত।



সমস্যাটাও বেশ মজার।
কৌতুহলও হচ্ছে। কিন্তু
এখন কি আমার সময় হবে?
এ জালিয়াতির কেন্দ্রটা নিয়ে-



ওবে কি জানেন, এর
একটা নিষ্পত্তি হলো
একটা ধান বাঁচানো যেত।

যত খারাপই হোক,
তিলে তিলে বিষ খেয়ে
লোকটা শেষ হয়ে যাবে
এটাই মানতে পারছি না।



আমি করব না
বলিনি তো।
এ ধাঁধার উত্তর
পেতে হলে ঘন্টা
দুয়েক ভাবতে হবে।

একবার লোকটিকে
দেখলেও ভাল হয়।
কিন্তু আজ তা পেরে
উঠব না।



নন্দবাবুর মত অসামান্য
লোককে কিছুতেই আমি
মরতে দেব না। কিন্তু -
এখুনি আমাকে বাসায়
খিরতে হবে। জালিয়াৎ
টাকে মনে হচ্ছে বীরে খেলছি।
আজকের রাতটা নন্দবাবু
রস পান করে নিন -
কাল তাঁকে জব্দ করে দেব।



বেশ। কাল কখন
গাড়ি পাঠাব বলুন?



আচ্ছা, এক কাজ
করা যাক।

কি ভাবছেন?



অজিত আজ আপনার সঙ্গে
গিয়ে সব দেখে শুনে আচ্ছুক।

ওর মুখে সব শুনে
আমি কাল আপনার
ধাঁধার উত্তর দিয়ে দেব।



































এবার যেন একটু একটু
ব্যাপারটা বুঝতে পারছি।
তবে আর একটু থুনে বল।



বলব? আচ্ছা।
কিন্তু এদিকে -
খাবার সময় হল যে।



এখুনি ষ্টুটিরাম ডাকতে
আমারে। চটপট বলে নিচ্ছি
শোনো।



প্রথম থেকেই তুমি
ভুল পথে যাচ্ছিলে।
দেখতে হবে জিনিষটা
ঘরের নর্ভি ডোকে কী করে?



কে নিয়ে আসে?
ঘরে মোট পাঁচজন
লোক থাকতে পায়।
ডাক্তার, দুই ছেলে,
ওনার স্ত্রী আর একজন।



প্রথম চারজন একাজ
করতে না নিশ্চিত,
অতএব এ পঞ্চম ব্যক্তির
কাজ। সেই নিয়ে আসে।



পঞ্চম ব্যক্তি
কে?



পঞ্চম ব্যক্তি পিওন।
সে ২৪ ঘণ্টা একবার ঘাই
করাবার জন্য নন্দাবাবুর
ঘরে ঢোকে। সুতরাং -





নমস্কার,
ব্যোমকেশ বক্সী
কথা বলছি—কে?
ও-ডাক্তারবাবু।

কী খবর?
অঁ!...

নন্দভুল্লালবাবু
টেচামেচি করছেন।
হাত পা ঝুঁড়ছেন।

হাত পা ঝুঁড়ছেন?
তা হোক, তা হোক,
তাতে কোনও ক্ষতি নেই।

অঁ! কী বললেন?
অজিত কে গালাগাল
দিচ্ছেন?

শ-কার,
ব-কার
তুলে?

এ ভয়ি অন্যায়।
কিন্তু যখন তার মুখ বন্ধ
করা যাচ্ছে না তখন আর
উপায় কী বলুন?

!?

না, না, অজিত
ওসব গ্রাহ্য করেনা।

মরি ও থল—
কমলে কন্টক,
এই যে জগতের
নিয়ম—আচ্ছা,

অবিমিশ্র
প্রশংসা যে পৃথিবীতে
পাওয়া যায় না, তা
মে খুব জানে।

আজ রাখছি—
নমস্কার।

শেষ